হাবিপ্রবি বার্তা

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (হাবিপ্রবি), দিনাজপুর

HAJEE MOHAMMAD DANESH SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY (HSTU), DINAJPUR

বর্ষ - ৭ ॥ সংখ্যা - ১৪ ॥ জুলাই - ডিসেম্বর ২০২৩

হাবিপ্রবি'র একাডেমিক ভবন-৪ ও নবনির্মিত ছাত্রী হলের শুভ উদ্বোধন করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) একাডেমিক ভবন-৪ ও নবনির্মিত ছাত্রী হলের শুভ উদ্বোধন করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি। গত ১৪ নভেম্বর সকাল ১০ টায় গণভবন থেকে অনলাইনে যুক্ত হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হাবিপ্রবি'র একাডেমিক ভবন-৪ ও নবনির্মিত ছাত্রী হলের শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় ২৪ টি মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের ১৫৭ প্রকল্পের আওতায় ১০ হাজার ৪১ টি অবকাঠামোর সমন্বিত উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম-১ থেকে যুক্ত হয় হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এতে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান, বিভিন্ন অনুষদের সম্মানিত ডীন, রেজিস্ট্রার, হল সুপার, প্রক্টর, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক, বিভিন্ন শাখার পরিচালক সহ শিক্ষক, কর্মকর্তা, হাবিপ্রবি শাখা ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ, কর্মচারীসহ অন্যান্যরা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে হাবিপ্রবির ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমকে আরও একধাপ এগিয়ে নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন, আমরা হাবিপ্রবির সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে আমাদের ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন, আজকের এই ভবন দুটি উদ্বোধন হওয়ার ফলে আমাদের ক্লাসরুম, অফিস রুম, ল্যাব সঙ্কট ও ছাত্রীদের আবাসন সঙ্কট অনেকটা কমে আসবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই সহযোগিতার ধারা সামনেও অব্যাহত থাকবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।

পরবর্তীতে একাডেমিক ভবন-৪ ও নবনির্মিত ছাত্রী হলের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান এর নেতৃত্বে একটি বর্ণিল আনন্দ র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালিটি ক্যাম্পাস ও এর সামনের মহাসড়ক প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালি শেষে নবনির্মিত একাডেমিক ভবন-৪ এর সম্মুখে বেলুন উড্ডয়ন করেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়।

হাবিপ্রবিতে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব-এঁর জন্মদিনে শ্রদ্ধা নিবেদন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব-এঁর শুভ জন্মদিন উপলক্ষ্যে গত ০৮ আগস্ট সকাল সাড়ে ১০ টায় হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব হলে স্থাপিত বঙ্গমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরামের সভাপতি প্রফেসর ড. বলরাম রায়, সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. এস. এম. হারুন-উর-রশীদ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী গণতান্ত্রিক শিক্ষক পরিষদের সভাপতি প্রফেসর ড. ফাহিমা খানম, বিভিন্ন হলের হল সুপার, প্রক্টর প্রফেসর ড. মো. মামুনুর রশীদ, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. ইমরান পারভেজ, সহকারী হল সুপার, প্রগতিশীল কর্মকর্তা পরিষদের সভাপতি কৃষিবিদ মো. ফেরদৌস আলমসহ অন্যান্য শিক্ষক, কর্মকর্তা ও হলের ছাত্রীরা। এছাড়াও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব- এঁর শুভ জন্মদিন উপলক্ষ্যে উক্ত হলের পক্ষ থেকে বাদ আছর দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

হাবিপ্রবিতে 'রিসার্চ ফান্ড অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট' শীর্ষক প্রশিক্ষণ

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (আইআরটি) এর আয়োজনে 'রিসার্চ ফান্ড অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট' শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৬ জুলাই সকাল ১০ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম-২ তে উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বাজেট এবং আইআরটি'র তত্ত্বাবধানে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত প্রকল্পসমূহের সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, সহযোগী প্রকল্প পরিচালক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকিউরমেন্ট এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) মাননীয় সদস্য প্রফেসর ড. মোঃ আবু তাহের, প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান, সভাপতিত্ব করেন আইআরটি'র পরিচালক প্রফেসর ড. এস. এম. হারুন-উর-রশীদ, সঞ্চালনা করেন আইআরটি'র সহযোগী পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ সুলতান মাহমুদ।

এ সময় মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, ২০০৯ সালে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্বিতীয়বার সরকার গঠনের পরই তিনি শুদ্ধাচারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এর অংশ হিসেবেই রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে কতটা স্বচ্ছ করা যায় সেটি নিয়ে তিনি কাজ করছেন। এটির প্রধান লক্ষ্য হলো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণমূলক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের মাঝে এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরির জন্য আমরা নিয়মিতভাবে কাজ করে যাচ্ছি। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আজকের এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে যে রিসার্চ ফান্ড দেয়া হয়, সেই রিসার্চ ফান্ডের ম্যানেজমেন্ট কতটা সুন্দরভাবে ও নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারি এ বিষয়ে আমরা আজ ধারণা নিবো।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) মাননীয় সদস্য প্রফেসর ড. মোঃ আবু তাহের বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর গবেষণাখাতে বরাদ্দ কয়েকগুণ বৃদ্ধি করেছেন। এক্ষেত্রে সমাজের প্রয়োজনে, জাতির প্রয়োজনে সে গবেষণা অবশ্যই কাজে আসতে হবে। উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্মার্ট করতে হবে এবং মানসম্পন্ন গবেষণার মাধ্যমে এর গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হবে। অন্য যেকোন খাতে অর্থের বরাদ্দ কমলেও গবেষণা খাতে তা কখনোই কমবে না, বরং দিন দিন এটি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে গবেষণা হতে হবে প্রোডাক্টিভ ও সমাজের জন্য ইউজফুল। তবেই সার্থকতা আসবে। বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোচ্চ সৎ ব্যবহার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

হাবিপ্রবিতে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে জাতীয় শোক দিবস ২০২৩ পালিত

১৫ আগস্ট সোমবার যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) জাতীয় শোক দিবস ২০২৩ পালিত হয়েছে। কর্মসূচির অংশ হিসেবে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করা হয়। এরপর সকাল ৯ টায় মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান এর নেতৃত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুনেছা মুজিব ও ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে জাতির পিতার পরিবারের অন্যান্য শহীদের স্মরণে কালো ব্যাজ ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে দিনটি উপলক্ষ্যে মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়ের নেতৃত্বে একটি শোক র‍্যালি শুরু হয়ে ক্যাম্পাস ও এঁর সামনের মহাসড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখে এসে শেষ হয়।

এরপর মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখে স্থাপিত তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. মোঃ সাইফুর রহমান, প্রক্টর প্রফেসর ড. মোঃ মামুনুর রশীদ, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ মাহাবুব হোসেন। ক্রমান্বয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীনবৃন্দ, প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরাম, গণতান্ত্রিক শিক্ষক পরিষদ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, প্রগতিশীল কর্মকর্তা পরিষদ, হাবিপ্রবি শাখা ছাত্রলীগ, শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সংগঠন ও কর্মচারিদের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

এরপর জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর প্রদত্ত বাণী বিতরণ করা হয়। বাণীতে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, আজ ইতিহাসের নৃশংস ও বর্বরোচিত হত্যাকান্ডের দিন। বাঙালির অশ্রুসিক্ত হওয়ার দিন। ১৯৭৫ সালের এদিনে দেশের স্বাধীনতাবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে ঘাতকচক্রের হাতে ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শাহাদাত বরণ করেন। আজ তাঁর ৪৮তম শাহাদাত বার্ষিকী। ১৫ আগস্ট ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম এ হত্যাকান্ডে বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুনেছা মুজিব, জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, দ্বিতীয় পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল, কনিষ্ঠ পুত্র শিশু শেখ রাসেলসহ কর্তব্যরত অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী শাহাদত বরণ করেন। আজকের এই শোকাবহ দিনে আমি জাতির পিতার প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং তাঁর সাথে শাহাদাতবরণকারী সকলের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। ৭৫'র আগস্টে বিদেশে অবস্থান করার কারণে সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়া বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা চতুর্থবারের মত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে সেবক হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়ার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে তাঁরই কন্যা নিরলসভাবে, ক্লান্তিহীন যাত্রায় ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার সুদুরপ্রসারি লক্ষ্য স্থির করেছেন। স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট গভর্নমেন্ট, স্মার্ট সোসাইটি আর স্মার্ট ইকোনমি এই ৪টি ভিত্তির উপরেই বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্মোহনী নেতৃত্বে রচিত হবে স্মার্ট বাংলাদেশ। শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সুখী সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে আমাদের প্রত্যেকের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করি, এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

বাণী বিতরণ শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি তে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়। পরবর্তীতে বৃক্ষরোপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত ছাত্রী হলে আমলকি, আমড়া ও জলপাই গাছের চারা রোপণ করেন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান, ডীনবৃন্দ ও হল সুপারবৃন্দ।

কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জীবনভিত্তিক ঘটনা প্রবাহ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়। এরপর একই স্থানে অনুষদ ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জাতির

পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জীবনভিত্তিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করা হয়। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা ও শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান।

এছাড়াও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে হাবিপ্রবির কেন্দ্রীয় মসজিদে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবসহ ১৫ আগস্ট জাতির পিতার পরিবারের অন্যান্য শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় বাদ জোহর বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

শোকাবহ আগস্টে হাবিপ্রবিতে মাসব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ

আগস্ট মাস বাঙালি জাতির জীবনে শোকের মাস। ১৫ আগস্ট গভীর শোকাবহ একটি দিন, জাতীয় শোক দিবস। ১৯৭৫ সালের এ দিনে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কুচক্রী মহলের ষড়যন্ত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী চক্র নৃশংসভাবে হত্যা করেছে ইতিহাসের মহানায়ক, সহস্র বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালির জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। হত্যা করেছে মহিয়সী নারী, জাতির পিতার প্রিয় সহধর্মিনী, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের চালিকাশক্তি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব, জাতির পিতার প্রিয় সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শিশু রাসেলসহ বঙ্গবন্ধুর পরিবারের ২৬ জন নিকটাত্মীয়কে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৮ তম শাহাদত বার্ষিকীতে এবং জাতীয় শোক দিবস ২০২৩ খ্রী. যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে মাসব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (হাবিপ্রবি)। এর অংশ হিসেবে শোকাবহ আগস্টের প্রথম দিনে (০১ আগস্ট) সকাল ১০ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান এর নেতৃত্বে ভিআইপি কনফারেন্স রুমে জাতীয় দিবস পালন

কমিটির সদস্যবৃন্দ, ডীন, হল সুপার, পরিচালকসহ অন্যান্য শিক্ষক-কর্মকর্তাবৃন্দ কালো ব্যাজ ধারণ করেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে ডিজিটাল কালো ব্যাজ প্রদর্শন ও মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক শোক বার্তা প্রকাশ করা হয় এবং সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে ব্যানার স্থাপন করা হয়। দুপুর সাড়ে ১২ টায় বিভিন্ন হলের শিক্ষার্থীরা হল প্রশাসনের নেতৃত্বে নিজ নিজ হলে কালো ব্যাজ ধারণ করেন। শোক বার্তায় মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবসহ ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে ঘাতকদের হাতে শাহাদত বরণকারী জাতির পিতার পরিবারের অন্যান্য শহীদদের। তিনি বলেন, ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট নরপিশাচরূপী খুনিরা শুধু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার বন্ধ করতে ঘৃণ্য ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করেছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে দীর্ঘ ২১ বছর বাঙালি জাতি বিচারহীনতার কলঙ্কের বোঝা বহন করতে বাধ্য হয়। ১৯৯৬ সালে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হলে এ বিচারের উদ্যোগ নেয়া হয়। নিয়মতান্ত্রিক বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ২০১০ সালের ২৮ জানুয়ারি ঘাতকদের ফাঁসির রায় কার্যকর করা হয়।

এছাড়াও মাসব্যাপী কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা। ৮ আগস্ট বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব-এঁর শুভ জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব হল কর্তৃক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন ও দোয়া মাহফিল, ০৯ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে স্ব স্ব অনুষদে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জীবনভিত্তিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। ১৫ আগস্ট যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনব্যাপী জাতীয় শোক দিবস পালন, ২১ আগস্ট ভয়াবহ গ্রেনেড হামলার স্মরণে মেডিক্যাল সেন্টারে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি, ২৫ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত গ্রন্থ অবলম্বনে কুইজ প্রতিযোগিতা এবং শোকাবহ আগস্ট স্মরণে আলোচনা সভা।

২১ আগস্ট ভয়াবহ গ্রেনেড হামলার স্মরণে হাবিপ্রবিতে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদাত বার্ষিকী, জাতীয় শোক দিবস ও ২১ আগস্ট এর ভয়াবহ গ্রেনেড হামলার স্মরণে

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন। সোমবার (২১ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে সকাল সাড়ে ১০টায় রক্তদান কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. মো. সাইফুর রহমান, প্রক্টর প্রফেসর ড. মো. মামুনুর রশীদ, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ মাহাবুব হোসেন, জাতীয় দিবস পালন কমিটির সদস্যবৃন্দ ও শিক্ষার্থীবৃন্দ। উক্ত কর্মসূচীতে সার্বিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করে সন্ধানী, এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ ইউনিট ও দানেশ ব্লাড ব্যাংক।

এ সময় মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, আগস্ট মাস শোকের মাস। শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবসহ ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে ঘাতকদের হাতে শাহাদাত বরণকারী জাতির পিতার পরিবারের অন্যান্য সকল শহীদ ও ২১ আগস্ট এর ভয়াবহ গ্রেনেড হামলায় নিহত সকল শহীদের। তিনি বলেন ২১ আগস্ট বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় দিন। স্বাধীনতাবিরোধীদের এই হামলার মূল লক্ষ্য ছিলেন জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেদিন আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা তাদের জীবনের বিনিময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে রক্ষা করেছিলেন। আমি জঘন্যতম এ হত্যাকান্ডের তীব্র নিন্দা জানাই এবং এই হামলার সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করছি।

বর্ণিল আয়োজনে হাবিপ্রবিতে ২৫ তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন

১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (হাবিপ্রবি) ২৫তম বছরে পদার্পণ করে। ১৯৯৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন ও বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতি বছর এই দিনের গুরুত্ব অনুধাবন করে "বিশ্ববিদ্যালয় দিবস" উদযাপন হয়ে আসছে। এ বছরও বর্ণিল ও ব্যাপক আয়োজনের মাধ্যমে হাবিপ্রবিতে ২৫ তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপিত হয়েছে। কর্মসূচির শুরুতেই সকাল সাড়ে ৯ টায় প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখে জাতীয় পতাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান ও রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. মোঃ সাইফুর রহমান।

এরপর মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. মোঃ সাইফুর রহমান, প্রক্টর প্রফেসর ড. মোঃ মামুনুর রশিদ এবং ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ মাহাবুব হোসেন। পরবর্তীতে মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর এর নেতৃত্বে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও এর সামনের মহাসড়ক প্রদক্ষিণ করে। এ সময় নেচে গেয়ে শিক্ষার্থীরা দিনটি উদযাপন করেন। র‍্যালি শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর চত্বরে বেলুন উড্ডয়ন ও আকাশে শান্তির প্রতীক পায়রা অবমুক্ত করেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়।

পরবর্তীতে শহীদ মিনারের সম্মুখে দিনব্যাপী ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং কমসূচির উদ্বোধন করেন মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। এ সময় তিনি বলেন, আজ হাবিপ্রবি পরিবারের জন্য একটি আনন্দের দিন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে গড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষা ও গবেষণায় এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে হাবিপ্রবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে সেই বিশ্বাস থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হাবিপ্রবি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সেই বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে আপ্রাণ কাজ করে যাচ্ছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমকে ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে আমরা নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। বিশেষ করে ২০০৯ সালের পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয়বার রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নতি সাধন করা হয়েছে। পাশাপাশি গুণগত ও মানসম্পন্ন শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে আধুনিক কেন্দ্রীয় গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে এবং এখানে মলিকুলার বায়োলজি ইউনিট কাজ করছে। এছাড়াও ডিজিজ ডায়াগনস্টিক ইউনিট, টিস্যু কালচার ইউনিট চালু করা হবে। শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের পাশাপাশি আমরা সহশিক্ষা কার্যক্রমের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছি। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরু থেকে এর বিনির্মাণের সাথে যারা জড়িত ছিলেন আমি তাদের কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। দিনটি উপলক্ষ্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

দিনব্যাপী ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং কর্মসূচির উদ্বোধন শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন-১ ও প্রধান গেট সংলগ্ন উন্মুক্ত স্থানে "স্মার্ট বাংলাদেশ স্মার্ট ক্রীড়া শৈলীঃ রোলার স্কেটিং প্রদর্শনী" ও অগ্রযাত্রায় হাবিপ্রবির ২৫ বছরে পদার্পণ শিরোনামে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ফ্ল্যাশ মুভ প্রদর্শিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। এ সময় বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

এছাড়াও ২৫ তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কামনায় বাদ জোহর কেন্দ্রীয় মসজিদে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। বিকেল ৩ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন-১ ও প্রধান গেট সংলগ্ন উন্মুক্ত স্থানে সাংস্কৃতিক নৃত্য গানে অগ্রজ-অনুজদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও ৫ টায় টিএসসি'র সুমুখস্থ মুক্তমঞ্চে হাবিপ্রবি বিষয়ক তথ্যচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এরপর বিকেল ৫.১৫ টায় উক্তস্থানে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানগুলো উপভোগ করেন মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান।

হাবিপ্রবিতে শোকাবহ আগস্ট উপলক্ষ্যে প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরাম কর্তৃক আলোচনা সভা

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরাম কর্তৃক শোকাবহ আগস্ট উপলক্ষ্যে "আগস্ট, বঙ্গবন্ধু ও আজকের বাংলাদেশ" শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৪ আগস্ট দুপুর ২.৩০ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম-২ তে উক্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান, মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) এর বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আ.আ.ম.স. আরেফিন সিদ্দিক। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরাম এর সভাপতি প্রফেসর ড. বলরাম রায়। সঞ্চালনা করেন প্রফেসর ড. মো. সাদেকুর রহমান। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভার শুরুতেই শোকাবহ আগস্ট উপলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। পরবর্তীতে প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরাম এর নেতৃবৃন্দ, দিনাজপুর জেলা বঙ্গবন্ধু পরিষদ এবং বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের নেতৃবৃন্দ আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করেন। আলোচনা সভায় মুখ্য আলোচক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) এর বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আ.আ.ম.স. আরেফিন সিদ্দিক বলেন, এ দেশ স্বাধীন দেশ, স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে বিশ্ব দরবারে আমরা মাথা উঁচু করে বসবাস করছি। বঙ্গবন্ধু যদি স্বাধীন দেশ দিয়ে না যেতেন তাহলে আজ এখানে দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলতে পারতাম না। তিনি বলেন, জাতির পিতার দেয়া ৭ মার্চ এর ভাষণই মূলত ছিল স্বাধীনতার ঘোষণা। আজকের পাকিস্তানের দিকে তাকিয়ে দেখেন তাদের কি অবস্থা, বঙ্গবন্ধু যদি ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন না করতেন তাহলে আমাদের অবস্থাও আজ পাকিস্তানের মতো হতো। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বিরুদ্ধে থাকলেও তাদের দেশের জনগন ও মিডিয়া আমাদের পক্ষে ছিল। ভারত, তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অনেক দেশ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জোরালো ভাবে ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে সব সময় আমাদের পাশে ছিল। এসব ইতিহাস আমাদের মনে রাখতে হবে। বঙ্গবন্ধুর ঋণ আমরা কোনদিন শোধ করতে পারবো না। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিশ্ব নেতা ও বিশ্ববন্ধু। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এটি ভুলে গেলে চলবে না।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, আগস্ট মাস শোকের মাস। বক্তব্যের শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবসহ ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে ঘাতকদের হাতে নিহত জাতির পিতার পরিবারের অন্যান্য সকল শহীদকে। তিনি বলেন, আজকের আলোচনা সভার সম্মানিত মুখ্য আলোচক মহোদয় আমাদের মাঝে দিক নির্দেশনামূলক ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন, এ জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তিনি আরও বলেন, ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে আমার কাছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিন। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যখন আমাদের বাংলা ভাষায় কথা বলার অধিকার হরণ করতে চেয়েছিল, সেই সময় তৎকালীন ছাত্রনেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ অবস্থান ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সেই অবস্থান ধর্মঘটের নেতৃত্ব দেয়ার মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গড়ার ভিত্তি রচিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর ৫৫ বছরের জীবনে সুদীর্ঘ ২৩ বছর লড়াই সংগ্রাম করেছেন, ৪৬৮২ দিন তাকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে থাকতে হয়েছে। এই ত্যাগের লক্ষ্য ছিল একটি, যেন সাড়ে ৭ কোটি মানুষ স্বাধীন দেশে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে। পরিশেষে তিনি এ ধরণের আলোচনা সভা আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হাবিপ্রবিতে "বঙ্গবন্ধু, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা" শীর্ষক আলোচনা সভা

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৮ তম শাহাদাত বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস- ২০২৩ স্মরণে "বঙ্গবন্ধু, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা" শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৭ আগস্ট সকাল ১০.৩০ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম-২ তে উক্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ, লেখক, গবেষক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের "বঙ্গবন্ধু চেয়ার" প্রফেসর ড. মুনতাসীর মামুন, সভাপতিত্ব করেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান।

এ সময় বক্তব্য প্রদান করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরামের সভাপতি প্রফেসর ড. বলরাম রায়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী গণতান্ত্রিক শিক্ষক পরিষদের সভাপতি প্রফেসর ড. ফাহিমা খানম, স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জাতীয় দিবস পালন কমিটির সদস্য সচিব এবং ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. মো. মাহাবুব হোসেন। আলোচনা সভায় সঞ্চালনা করেন বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি বিভাগের চেয়ারম্যান

প্রফেসর ড. মোছা. নুর-ই-নাজমুন নাহার। উক্ত সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন, পাশাপাশি টিএসসি'তে ভার্চুয়ালি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। আলোচনা সভার শুরুতেই শোকাবহ আগস্ট উপলক্ষ্যে দাড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

আলোচনা সভার সম্মানিত অতিথি ড. মুনতাসীর মামুন তার বক্তব্যে বলেন, ইতিহাস কখনও নিয়ন্ত্রণ করা যায়না। কিন্তু আমরা বার বার ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করি। নিজের গবেষণার বরাত দিয়ে তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধে দুই লাখ মা-বোন ধর্ষিত হওয়ার যে তথ্য বলা হচ্ছে, তা সঠিক নয়। এ সংখ্যা পাঁচ লাখের ওপরে। বীরাঙ্গনাদের নিয়ে আসলে কোনো গবেষণাই হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধু নিয়ে মৌলিক কোন গবেষণা নেই। 'পৃথিবীতে একমাত্র দেশ বাংলাদেশ, যেখানে স্বাধীনতার পক্ষে ও বিপক্ষে শক্তি আছে। আর কোথাও এটি পাবেন না। স্বাধীনতার ৫০ বছর পর ৩০ শতাংশ লোক যদি পাকিস্তানের পক্ষে থাকে, তাহলে কী হলো। আমরা কী রাজনীতি করলাম? আমরা পাকিস্তানি ভাবধারা থেকেও মুক্ত হতে পারছি না, ব্রিটিশদের থেকেও মুক্ত হতে পারছি না। বঙ্গবন্ধু মাত্র ৫১ বছর বয়সে একটা রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে পারলেন অথচ আমরা কিছুই পারছি না। এর একটাই কারন তিনি যা ভেবেছেন তাই করেছেন। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন একটি অসাম্প্রদায়িক, শোষণমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ, স্বনির্ভর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে। দেশের সংবিধান তৈরির সময় জাতির পিতা ড. কামাল হোসেনকে দুটি বিষয়ে বার বার বলেছেন, তা হলো ধর্মনিরপেক্ষতা যুক্ত করা ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা। তিনি বঙ্গবন্ধুর জীবনবোধ, রাজনৈতিক দর্শন সর্বোপরি তাঁর রাষ্ট্রদর্শন নিয়ে গবেষণাধর্মী ও তথ্যবহুল আলোচনা করেন।

সভাপতির বক্তব্যে হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, আগস্ট মাস শোকের মাস। বক্তব্যের শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবসহ ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে ঘাতকদের হাতে শাহাদাত বরণকারী জাতির পিতার পরিবারের অন্যান্য সকল শহীদকে। তিনি বলেন, আলোচনা সভার সম্মানিত অতিথি মহোদয় অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় আজকের আলোচনার মূল বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন, এ জন্য তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তিনি বলেন, আমাদের স্বাধীনতার অন্যতম মূল মন্ত্রই ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু নানা মত, নানা পথের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছিলেন। এরপর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করতে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। এক্ষেত্রেও তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন "ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়, মুসলমান তার ধর্ম পালন করবে, হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে, খ্রিষ্টান-বৌদ্ধ যে যার ধর্ম পালন করবে। কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। বাংলার মানুষ ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ চায় না"। পরিশেষে তিনি আলোচনা সভায় অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হাবিপ্রবিতে "সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনের অংশগ্রহণ" বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এস্যুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এর ব্যবস্থাপনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপকবৃন্দের জন্য "সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনের অংশগ্রহণ" বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ০৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৯.৩০ টায় আইকিউএসি কনফারেন্স রুমে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ মাহাবুব হোসেন, সভাপতিত্ব করেন আইকিউএসি'র পরিচালক প্রফেসর ড. বিকাশ চন্দ্র সরকার। সঞ্চালনা করেন আইকিউএসি'র অতিরিক্ত পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ তহিদার রহমান এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আইকিউএসি'র অতিরিক্ত পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ শাহ্ মইনুর রহমান।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন নিয়ে এত ত্যাগ, তিতিক্ষা, জেল, জুলুম সহ্য করেছিলেন, তা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরই রক্ত ও আদর্শের যোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিশেষ করে ২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয়বার সরকার গঠনের পরই তিনি শুদ্ধাচারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এর অংশ হিসেবেই রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে কতটা স্বচ্ছ করা যায় সেটি নিয়ে তিনি কাজ করছেন পাশাপাশি সরকারি প্রতিটি প্রতিষ্ঠান যেন জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণমূলক ও স্বচ্ছতার সাথে পরিচালিত হয় সে নির্দেশনা তিনি দিয়েছেন। একটি দেশে যদি সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকে তবে যেকোন লক্ষ্য বাস্তবায়ন অনেক সহজ হয়। তিনি বলেন আমাদের মাথাপিছু আয় এখন প্রায় ২৮০০ ডলার, অথচ ২০০৮ সালেও এটি মাত্র ৫৩০ ডলার ছিল। ২০৪১ সালে আমাদের মাথাপিছু আয়ের টার্গেট ধরা হয়েছে ১২৫০০ ডলার। সরকার ঘোষিত রূপকল্প বাস্তবায়নে শুদ্ধাচার এর উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে, এ জন্য সুশাসন অত্যন্ত জরুরী। যদি সেটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় তাহলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো লক্ষ্য অর্জন করা সহজতর হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কিভাবে নিশ্চিত করবো সেটি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু। এ সময় শুদ্ধাচারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরিশেষে এ ধরণের সভা আয়োজনের জন্য তিনি আইকিউএসি সংশিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হাবিপ্রবিতে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের নবীন শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেসন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক পর্যায়ের লেভেল-১, সেমিস্টার-১ এর ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের নিয়ে ৮ টি অনুষদের ওরিয়েন্টেসন কার্যক্রম গত ২২ ও ২৩ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওরিয়েন্টেসন কার্যক্রমের শুরুতে শোকের মাস আগস্ট উপলক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের মাঝে কালো ব্যাজ বিতরণ করা হয়। সকল অনুষদের ওরিয়েন্টেসন কার্যক্রমে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট অনুষদের সকল বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর ড. মোঃ মামুনুর রশিদ, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ মাহাবুব হোসেন। ওরিয়েন্টেসন কার্যক্রমে সভাপতিত্ব করেন স্ব স্ব অনুষদের সম্মানিত ডীন মহোদয়গণ। অনুষ্ঠানে ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিতি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় স্লাইডের মাধ্যমে তুলে ধরেন এবং প্রক্টর মহোদয় র‍্যাগিং এর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ সময় তারা বলেন র‍্যাগিং এর বিষয়ে আমরা ইতোমধ্যে ২১ ও ২২ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলেছি পাশাপাশি সচেতনতা তৈরির জন্য ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ব্যানার, পোস্টার লাগানো হয়েছে। যেকোন স্থানে র‍্যাগিং এর কোন ঘটনা দেখা মাত্রই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে জানাতে বলা হয়। ওরিয়েন্টেসন কার্যক্রমে প্রধান অতিথির বক্তব্যে হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, আগস্ট মাস শোকের মাস। বক্তব্যের শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবসহ ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে ঘাতকদের হাতে নিহত জাতির পিতার পরিবারের অন্যান্য সকল শহীদকে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু সারাজীবন সংগ্রাম, জেল, জুলুম, ও নির্যাতন সহ্য করেছিলেন সোনার বাংলা তথা একটি আত্মমর্যাদাশীল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে কাজ করে যাচ্ছেন তারই রক্ত ও আদর্শের যোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার নেতৃত্বে বর্তমানে ডিজিটাল বাংলাদেশের পর এখন আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের মাধ্যমে একটি উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ রচনা করার দিকে যাচ্ছি। স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট সিটিজেন হতে হবে আমাদেরকে। নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন স্কুল কলেজ জীবন শেষ করে তোমরা নিজেদের মেধার স্বাক্ষর রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছো। এতদিন তোমরা বাবা-মায়ের প্রত্যক্ষ গাইডেন্সে ছিলা কিন্তু এখন হয়তো সেটা সার্বক্ষণিক সম্ভব হবেনা, সেজন্য নিজের আত্মবিশ্বাসকে অনেক বেশি বাড়াতে হবে। আত্মবিশ্বাস ও লক্ষ্য যার যত দৃঢ় হবে সে ততো বেশি এগিয়ে যাবে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তোমাদের ভাল ফলাফলের পাশাপাশি নিজেকে একজন ভাল ও মানবিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। হাজার হাজার শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতিযোগিতা করে তোমরা আজকের অবস্থানে আসতে পেরেছো। তাই এ সাফল্যকে কাজে লাগাতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম তোমাদের হাত ধরে আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আমি আশা করি। ছাত্র জীবনে ভাল জিনিসগুলোকে গ্রহণ এবং খারাপ গুলোকে বর্জন করতে হবে। মাদক থেকে দূরে থাকতে হবে। তিনি বলেন র‍্যাগিং নিয়ে অনেকের মাঝে একটা আতঙ্ক কাজ করে। এ বিষয়ে আমি দৃঢ় কণ্ঠে বলতে চাই র‍্যাগিং এর বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান জিরো টলারেন্স। কোথাও র‍্যাগিং এর কোন তথ্য পাওয়া গেলে সাথে সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পরিশেষে তিনি সুন্দরভাবে ওরিয়েন্টেসন কার্যক্রম আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ওরিয়েন্টেসন কার্যক্রমে নবীন শিক্ষার্থীদের মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিতি সংক্রান্ত ফোল্ডার, বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো সম্বলিত মগ, ক্লাস রুটিন ও একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রদান করা হয়।

হাবিপ্রবিতে "প্রজেক্ট এক্সিজিবিশন ৩.০" এর উদ্বোধন

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (ইসিই) ক্লাব অব এইসএসটিইউ এর আয়োজনে "প্রজেক্ট এক্সিজিবিশন ৩.০" শীর্ষক প্রদর্শনী এর উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ৩০ জুলাই সকাল ১০ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি'তে উক্ত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান, এ সময় উপস্থিত ছিলেন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের সম্মানিত ডীন প্রফেসর মোঃ মেহেদী ইসলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক ও ফিসারিজ অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. ইমরান পারভেজ, ও সিএসই অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইসিই ক্লাব অব এইসএসটিইউ এর সভাপতি প্রফেসর ড. মাহাবুব হোসেন।

এ সময় মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। সোনার বাংলা বিনির্মাণে তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর দক্ষ মানবসম্পদ জরুরী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে উদ্দেশ্য নিয়ে হাবিপ্রবিসহ অন্যান্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্থাপন করেছিলেন তার সুফল আমরা এখন পেতে শুরু করেছি। আইটি সেক্টরে দক্ষ মানবসম্পদ পেতে শুরু করেছি আমরা। তিনি আরও বলেন, আমাদেরকে রোবটিক্স, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্সসহ এসব বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

বক্তব্য শেষে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রদর্শনীতে অংশ নেয়া সবগুলো প্রজেক্ট ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং প্রজেক্ট সম্পর্কে বিস্তারিত বিষয় নিয়ে শিক্ষক- শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলেন। সবগুলো প্রজেক্ট ঘুরে দেখে তিনি এর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এ ধরণের আয়োজনে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রদর্শনিতে দি শর্টকাট, টেক ট্রান্সফরমার, স্মার্ট হোম, বিজনেস ম্যাগনেট, ইলেকট্রনিক এলিটসহ প্রায় ৪০টি প্রজেক্ট প্রদর্শন করে ইসিই বিভাগের শিক্ষার্থীরা। দুই দিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে পুরস্কার বিতরণী ও নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হবে।

হাবিপ্রবিতে সিনিয়র অফিসারদের জন্য "শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ" কর্মশালা

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এস্যুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এর আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও শাখায় কর্মরত ৯ম গ্রেড হতে তদূর্ধ্ব গ্রেডের বিভিন্ন পর্যায়ের সিনিয়র অফিসারগণের জন্য "শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ" কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১০ সেপ্টেম্বর সকাল ১০ টায় আইকিউএসি কনফারেন্স রুমে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অংশ হিসেবে উক্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান, সভাপতিত্ব করেন আইকিউএসি'র পরিচালক প্রফেসর ড. বিকাশ চন্দ্র সরকার, কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) এর অতিরিক্ত মহাপরিচালক ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আইকিউএসি'র অতিরিক্ত পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ তহিদার রহমান এবং সঞ্চালনা করেন আইকিউএসি'র অতিরিক্ত পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ শাহ্ মইনুর রহমান।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুদীর্ঘ লড়াই সংগ্রাম করে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরই রক্ত ও আদর্শের যোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয়বার সরকার গঠনের পর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় নিজেকে নিয়োজিত করেন, এ লক্ষ্যে তিনি শুদ্ধাচারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ২০১৬ সাল থেকে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় শুদ্ধাচার চর্চা শুরু হয়। তিনি বলেন, উদাহরণস্বরূপ শুদ্ধাচারের অংশ হিসেবে টেন্ডার, কেনাকাটা ও ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। এর সুফল আমরা পেতে শুরু করেছি, দুর্নীতি অনেক কমে গেছে। তিনি আরও বলেন, শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কর্মক্ষেত্রে যার যার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হবে। তিনি বলেন, আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে সিনিয়র কর্মকর্তা, আপনাদের যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। আপনাদের অধীনস্থরা কত সফল ভাবে কাজ করবে, সেটি আপনাদের উপর নির্ভর করবে। তিনি বলেন ৯ম গ্রেড হতে তদূর্ধ্ব গ্রেড পর্যন্ত সরকারি চাকুরীজীবীদের অফিসের নির্দিষ্ট কোন সময়সীমা নেই, আমাদের প্রত্যেকের ২৪ ঘন্টাই দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাই সকলের নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৭৬ বছর বয়সে যেভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এর থেকে আমাদের অনুপ্রেরণা নিতে হবে। পরিশেষে এ ধরণের কর্মশালা আয়োজনের জন্য তিনি আইকিউএসি সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হাবিপ্রবিতে বর্ণিল আয়োজনে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৩ পালিত

"নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, গড়বো স্মার্ট বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের আয়োজনে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৩ উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গত ৩০ জুলাই সকাল সাড়ে ১০ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখে বেলুন উড্ডয়ন করেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। এরপর মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়। র‍্যালিতে মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থীরা দেশীয় ঐতিহ্যবাহী সাজে সজ্জিত হয়ে এবং ব্যানার-ফেস্টুন হাতে নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালিটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুকুর পাড়ে গিয়ে শেষ হয়।

পরবর্তীতে মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ করেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের সম্মানিত ডীন প্রফেসর ড. ইমরান পারভেজ, রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. মোঃ সাইফুর রহমানসহ মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য শিক্ষক, কর্মকর্তাবৃন্দ।

মাছের পোনা অবমুক্তকরণ শেষে মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. ইমরান পারভেজ এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এ সময় মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাপক সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। এক্ষেত্রে আমি কৃতজ্ঞতা ভরে

স্মরণ করছি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ১৯৭৪ সালে কুমিল্লার একটি জনসভায় তিনি বলেছিলেন মাছ হবে বাংলাদেশের একটি অন্যতম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত। মৎস্য সম্পদের উপর জাতির পিতা যে গুরুত্ব প্রদান করেছেন সেটি অনুধাবন করেই সে অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর অংশ হিসেবেই প্রতি বছর ৭ দিন ব্যাপী মৎস্য সপ্তাহ উদযাপিত হয়ে আসছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য হলো খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি পুষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তিনি বলেন, বিশ্ববাজারে আর্থিক মন্দা রয়েছে, এই মন্দা সত্ত্বেও ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬৯.৮৮ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি করা হয়েছে, আয় হয়েছে ৪৭৯০ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। করোনা মহামারীতে পৃথিবীর মধ্যে যে তিনটি দেশ মাছ উৎপাদনে সফলতা দেখিয়েছে তার মাঝে বাংলাদেশ অন্যতম। এই সফলতার মূল চালিকাশক্তি হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব।

হাবিপ্রবির সাথে ব্রাক ব্যাংক এর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

উচ্চ শিক্ষায় গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে গত ০৬ জুলাই ব্রাক ব্যাংক লিমিটেডের সাথে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। হাবিপ্রবির পক্ষে এতে স্বাক্ষর করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. মোঃ সাইফুর রহমান এবং ব্রাক ব্যাংকের পক্ষে স্বাক্ষর করেন ব্যাংকটির ডিএমডি ও চীফ অপারেটিং অফিসার জনাব মোঃ সাব্বির হোসাইন। ব্রাক ব্যাংকের হেড অফিসে উক্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান, বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের ল্যাব ইনচার্জ ড. মোঃ ইয়াছিন প্রধান, ব্রাক ব্যাংকের হেড অব কমিউনিকেশন্স একরাম করিম ও সিনিয়র ম্যানেজার, সিএসআর জনাব শফিক আর ভূঁইয়াসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

উল্লেখ্য, চুক্তির আওতায় ব্রাক ব্যাংক হাবিপ্রবির কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে সেল অ্যান্ড টিস্যু কালচার ইউনিট নামে একটি নতুন গবেষণা ইউনিট স্থাপন করতে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন আধুনিক ইকুইপমেন্ট সরবরাহ করবে। নতুন এই রিসার্চ ইউনিট তৈরির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের সংশ্লিষ্ট বিভাগের ছাত্র-শিক্ষক ও অন্যান্য গবেষকগণ নতুন নতুন গবেষণা করতে পারবেন। এই ইউনিট প্রতিষ্ঠার ফলে কোষের স্বাভাবিক ফিজিওলজি ও বায়োকেমিস্ট্রি বোঝা সম্ভব হবে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর বিভিন্ন বিষাক্ত উপাদান, ড্রাগস, মিউটাজেন্স ও কারসিনোজেন্স এর প্রভাবে কোষের পরিবর্তন স্টাডি করার সুযোগ তৈরী হবে। বিভিন্ন গবাদি পশুর ভ্যাক্সিনের প্রি-ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল পর্যবেক্ষনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এছাড়াও এই ইউনিট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষভাবে কৃষি গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

হাবিপ্রবির সাথে এভারগ্রিন প্রোডাক্টস ফ্যাক্টরি লি. এর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

গত ১৮ জুলাই হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) সাথে এভারগ্রিন প্রোডাক্টস ফ্যাক্টরি (বিডি) লিমিটেড, ইউইপিজেড, নীলফামারী এর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিকেল ৩ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিআইপি কনফারেন্স রুমে উক্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। হাবিপ্রবির পক্ষে এতে স্বাক্ষর করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. মোঃ সাইফুর রহমান এবং এভারগ্রিন প্রোডাক্টস ফ্যাক্টরি (বিডি) লিমিটেডের পক্ষে স্বাক্ষর করেন এর চেয়ারম্যান ও সিইও জনাব ফেলিঙ ওয়াই.সি. চ্যং। সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। আরও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন অনুষদের সম্মানিত ডীন, বিভিন্ন শাখার পরিচালক ও এভারগ্রিন প্রোডাক্টস ফ্যাক্টরি (বিডি) লিমিটেড এর কর্মকর্তাবুন্দ।

এ সময় মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, আজকের দিনটি আমাদের উভয় প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন। এর জন্য প্রয়োজন মান সম্পন্ন ও দক্ষ গ্র্যাজুয়েট। এ ধরণের কোলাবরেশন মান সম্পন্ন গবেষণা ও দক্ষ গ্র্যাজুয়েট তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এর মাধ্যমে প্রোডাকশন বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি রিসার্চ প্রজেক্ট নিলে বিশ্ববিদ্যালয় ও কোম্পানি উভয়েই উপকৃত হবে। পরিশেষে এ ধরণের কাজে এগিয়ে আসার জন্য তিনি এভারগ্রীন প্রোডাক্টস ফ্যাক্টরি (বিডি) লিমিটেড এর সাথে সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হাবিপ্রবিতে "ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং ফর দ্যা টিচার্স অব এইসএসটিইউ" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এস্যুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এর আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনুষদের সম্মানিত ডীন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান এবং গঠিত র‍্যাংকিং কমিটির আহবায়ক ও সদস্য সচিবসহ সকল সদস্যবৃন্দের জন্য "ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং ফর দ্যা টিচার্স অব এইসএসটিইউ" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১২ সেপ্টেম্বর সকাল ১০ টায় আইকিউএসি কনফারেন্স রুমে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অংশ হিসেবে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান, কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউএসি এর পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ মোতাহার হোসেন। সভাপতিত্ব করেন আইকিউএসি'র পরিচালক প্রফেসর ড. বিকাশ চন্দ্র সরকার, সঞ্চালনা করেন আইকিউএসি'র অতিরিক্ত পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ তহিদার রহমান এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আইকিউএসি'র অতিরিক্ত পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ শাহ্ মইনুর রহমান।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে শিক্ষকদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল নিয়মিত আপডেট করার উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমাদের কোয়ালিটি আছে কিন্তু সেটি প্রকাশ করতে হবে, বর্তমান সময়ে এটি খুব জরুরী। তিনি বলেন, গতকাল আমরা বর্ণিল আয়োজনে ২৫ তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন করেছি । এই ২৫ বছরে আমাদের অনেক অর্জন রয়েছে, কিন্তু যে জায়গাটিতে আমরা একটু হোঁচট খাই সেটি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা আমাদের সমাজকে কি দিচ্ছি? অবশ্যই আমরা দক্ষ গ্র্যাজুয়েট দিচ্ছি। শিক্ষক হিসেবে দক্ষ গ্র্যাজুয়েট তৈরি করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব, পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হলো নতুন নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করা। সেক্ষেত্রে মানসম্পন্ন গবেষণার উপর আমাদের গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে যে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দিয়েছেন, সেখানে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। পরিশেষে এ ধরণের সেমিনার আয়োজনের জন্য তিনি আইকিউএসি সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হাবিপ্রবিতে বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা এবং প্রতিবেদন এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (আইআরটি) এর আয়োজনে তিন দিনব্যাপী "৩য় বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা ২০২৩ এবং আইআরটি বার্ষিক গবেষণা প্রতিবেদন ২০২২-২৩ এর মোড়ক উন্মোচন" অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭ অক্টোবর সকাল ১০.৩০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম-২ এ উক্ত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এর মাননীয় চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রথম ইউজিসি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফেলো এবং হাবিপ্রবির সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. আফজাল হোসেন, সভাপতিত্ব করেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনুষদের সম্মানিত ডীন, চেয়ারম্যান ও শিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আইআরটি'র সহযোগী পরিচালক প্রফেসর ডা. মো, সুলতান মাহমুদ। পরবর্তীতে আইআরটি'র বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম স্লাইডের মাধ্যমে তুলে ধরেন পরিচালক প্রফেসর ড. এস.এম. হারুন উর রশিদ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি বিভাগের প্রফেসর ড. মোসা. নূর-ই-নাজমুন নাহার।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এর মাননীয় চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার দূরদর্শী চিন্তা থেকে বিজ্ঞানের উপর জোর দিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় মানেই হল সেখানে জ্ঞান চর্চার পাশাপাশি জ্ঞানের সৃষ্টি হবে অর্থাৎ গবেষণা হবে। দেশকে এগিয়ে নিতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় গুলোকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে, এক্ষেত্রে গবেষণার কোন বিকল্প নেই। সেই গবেষণার জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যার সরকার বরাদ্দ দিচ্ছেন, আমি আশা করি সে গুলোকে আপনারা ভালোভাবে কাজে লাগাচ্ছেন। তিনি বলেন, হাবিপ্রবি গবেষণা কর্মে আরও অনেক এগিয়ে যাক সেই শুভকামনা রইল। তিনি তার বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে গবেষণার বিষয় নিয়ে যথাযথ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

এ সময় সভাপতির বক্তব্যে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, একটি দেশের উন্নতি করার ক্ষেত্রে গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এই গবেষণা হতে হবে মানসম্পন্ন। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা গবেষণাকে সব সময় উৎসাহিত করেন বিশেষ করে কৃষি গবেষণাকে তিনি গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশে কৃষি গবেষণার যে সাফল্য, তা অন্যান্য গবেষণার তুলনায় আকাশছোয়া। গবেষণার মাধ্যমে ব্যয় কমাতে হবে এবং উৎপাদনের উৎকর্ষতা বাড়তে হবে। আমাদেরকে আমদানির বিকল্প এবং রপ্তানী উৎসাহিত করে গবেষণায় এ ধরনের প্রযুক্তি ও পন্য উৎপাদন করতে হবে। গবেষণায় উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও পন্য যেন দেশের কল্যাণে আসে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বহুমুখী প্রযুক্তি ও পন্য উৎপাদনের মাধ্যমে রপ্তানি বাড়াতে পারি যা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবে। আমরা অতি শীঘ্রই কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে দুইটি ইউনিট-ডিজিজ ডায়াগনস্টিক ইউনিট এবং সেল অ্যান্ড টিস্যু কালচার ইউনিট স্থাপন করব, যা আমাদের গবেষণার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিশেষে তিনি আরও বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা একটি উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি। অনুষ্ঠান আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হাবিপ্রবিতে ২য় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব স্মৃতি কাপ আন্তঃঅনুষদীয় দাবা প্রতিযোগিতা-২০২৩ এর উদ্বোধন

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) ২য় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব স্মৃতি কাপ আন্তঃঅনুষদীয় দাবা প্রতিযোগিতা-২০২৩ এর উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ২১ নভেম্বর বিকাল ৪ টায় হাবিপ্রবির জিমনেশিয়ামে উক্ত দাবা প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান, এতে সভাপতিত্ব করেন শরীরচর্চা শিক্ষা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ মাহাবুব হোসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন অনুষদের সম্মানিত ডীন, প্রক্টর, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক, হল সুপার, বিভিন্ন শাখার পরিচালকসহ শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, বিশ্ব বিদ্যালয়কে বলা হয় প্রাণের স্পন্দন, সেই প্রাণের স্পন্দনে আমরা জাগরণ সৃষ্টি করতে চাই। এজন্য শিক্ষার্থীরা যেন ভালো একাডেমিক ফলাফল করতে পারে, পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমেও যেন অংশগ্রহণ করতে পারে এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি আমরা। সেই প্রচেষ্টা থেকেই আজকের এই আয়োজন। পরিশেষে তিনি উক্ত প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হাবিপ্রবিতে নবীন শিক্ষার্থীদের জন্য কাউন্সেলিং অ্যান্ড মোটিভেশন শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এস্যুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এর আয়োজনে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে লেভেল-১, সেমিস্টার-১ এর নবীন শিক্ষার্থীদের জন্য "কাউন্সেলিং অ্যান্ড মোটিভেশন" শীর্ষক দুই দিনব্যাপী সেমিনার শুরু হয়েছে। গত ১১ ও ১২ অক্টোবর অডিটোরিয়াম-১ এ নবীন শিক্ষার্থীদের নিয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৩ টায় উক্ত সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সকল অনুষদের ডীন মহোদয়গণ, প্রক্টর প্রফেসর ড. মো, মামুনুর রশীদ, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. মো. মাহাবুব হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ও টেকনিক্যাল সেশনে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইকিউএসি এর পরিচালক প্রফেসর ড. বিকাশ চন্দ্র সরকার। সঞ্চালনা করেন আইকিউএসি এর অতিরিক্ত পরিচালক প্রফেসর ড. শাহ্ মইনুর রহমান।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান শুরুতেই নবীন শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, প্রত্যেকের জীবনে একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকতেই হবে এবং সেই লক্ষ্য কে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের জীবনে তিনটি জিনিসের গুরুত্ব অপরিসীম, সেগুলো হল আত্মসমালোচনা, আত্মশুদ্ধি ও আত্মসংযম। তিনি নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন এতোদিন তোমরা বাবা-মায়ের প্রত্যক্ষ গাইডেন্সে ছিলা কিন্তু এখন হয়তো সেটা সার্বক্ষণিক সম্ভব হবেনা, সেজন্য নিজের আত্মবিশ্বাসকে অনেক বেশি বাড়াতে হবে। আত্মবিশ্বাস ও লক্ষ্য যার যত দৃঢ় হবে সে ততো বেশি এগিয়ে যাবে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তোমাদের ভালো ফলাফলের পাশাপাশি নিজেকে একজন ভাল ও মানবিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ছাত্র জীবনে ভাল জিনিস গুলোকে গ্রহণ এবং খারাপ গুলোকে বর্জন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম তোমাদের হাত ধরে আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আমি আশা করি। তোমাদের একাডেমিক ফলাফলের উপর আমরা ডীনস অ্যাওয়ার্ড, ভাইস-চ্যান্সেলর অ্যাওয়ার্ড প্রবর্তন করেছি। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের যে স্বপ্ন দেখছেন তার কারিগর তোমরাই হবে। পরিশেষে তিনি এ ধরণের সেমিনার আয়োজনের জন্য আইকিউএসি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হাবিপ্রবিতে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) আয়োজনে ২য় বারের মতো শেখ রাসেল স্মৃতি কাপ আন্তঃঅনুষদীয় ব্যাডমিন্টন (ছাত্র) এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব আন্তঃঅনুষদীয় ব্যাডমিন্টন (ছাত্রী) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১২ অক্টোবর বিকাল ৪টায় হাবিপ্রবি'র জিমনেশিয়ামে এর উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন অনুষদের সম্মানিত ডীন, প্রক্টর, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালকসহ অন্যান্য শিক্ষক-কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শরীরচর্চা শিক্ষা শাখা'র পরিচালক প্রফেসর ড. মো. মাহাবুব হোসেন। সার্বিকভাবে খেলা পরিচালনা করেন শরীরচর্চা শিক্ষা শাখা'র উপ-পরিচালক মো. মাহাবুব উল হাসান।

এ সময় মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, আমরা নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদানের পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছি। আমাদের শিক্ষার্থীরা যেন মানসম্পন্ন ও সৃজনশীল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠে এজন্য নিয়মিতভাবে খেলাধুলার আয়োজন করা হচ্ছে। সৃজনশীলতা বিকাশের অন্যতম একটি মাধ্যম হলো খেলাধুলা। মনকে সতেজ রাখতে ও মাদক থেকে তরুণ প্রজন্মকে দূরে রাখতে খেলাধুলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ধরণের আয়োজনের জন্য তিনি শরীরচর্চা শিক্ষা শাখাসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হাবিপ্রবিতে ২য় বঙ্গবন্ধু স্মৃতি কাপ আন্তঃঅনুষদীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০২৩ এর উদ্বোধন

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) ২য় বঙ্গবন্ধু স্মৃতি কাপ আন্তঃঅনুষদীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৮ নভেম্বর বিকাল ৩.৩০ ঘটিকায় এর শুভ উদ্বোধন করেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন অনুষদের সম্মানিত ডীন, প্রক্টর, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক, জনসংযোগ ও প্রকাশনা শাখার পরিচালক, হল সুপারসহ অন্যান্য শিক্ষক, কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীবৃন্দ। এতে সভাপতিত্ব করেন শরীরচর্চা শিক্ষা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ মাহাবুব হোসেন। উদ্বোধনী খেলায় অংশগ্রহণ করে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ ও ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, খেলাধুলার আয়োজন করা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। তিনি বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপর আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকি। এর পাশাপাশি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নিজেকে একজন ভালো, দক্ষ ও মানবিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। এজন্য আমরা পড়াশুনার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকি। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খেলাধুলার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব ও উৎসাহ দিয়ে থাকেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজেও একজন ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। ঢাকা ওয়ান্ডার্স ক্লাবের অধিনায়ক হিসেবে তিনি খেলেছেন। এসব থেকে আমরাও উৎসাহ পাই। পরিশেষে আন্তঃঅনুষদীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজনের তিনি শরীরচর্চা শিক্ষা বিভাগ সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বর্ণিল আয়োজনে হাবিপ্রবিতে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) বর্ণিল আয়োজনের মধ্য দিয়ে ২য় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৩ এর চূড়ান্ত পর্ব ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান, এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন অনুষদের সম্মানিত ডীনবৃদ, শিক্ষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, প্রক্টর, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক, বিভিন্ন শাখার পরিচালক, হল সুপার, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দ সহ অন্যান্য শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ। উক্ত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শরীরচর্চা শিক্ষা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. মো. মাহাবুব হোসেন। প্রতিযোগিতায় বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

আজ সকাল সাড়ে ৯ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠ-১ এ উক্ত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই জাতীয় সঙ্গিতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান, এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করেন রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. মোঃ সাইফুর রহমান ও ক্রীড়া পতাকা উত্তোলন করেন বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ব্যবস্থাপনা কমিটির আহবায়ক প্রফেসর ড. ফাহিমা খানম। এরপর অংশগ্রহণকারী ক্রীড়াবিদদের শপথ পাঠ করানো হয়, শপথ পাঠ শেষে মার্চ পাস্ট ও মশাল প্রজ্বলন করা হয়। পরবর্তীতে বেলুন ও ফেস্টুন উড়ানোর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান।

এ সময় তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ রচনা করার জন্য যে রূপকল্প ঘোষণা করেছেন, সেই রূপকল্প বাস্তবায়নে আমরা হাবিপ্রবি পরিবার একাত্ম আছি। তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার পাশাপাশি ভালো ও মানবিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে সহশিক্ষা কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, এর মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে চাই। এই পদক্ষেপের অংশ হিসেবেই সহশিক্ষা কার্যক্রম বিশেষ করে খেলাধুলাসহ সাহিত্য, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উপর আমরা সমান গুরুত্ব দিচ্ছি। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে। পরিশেষে তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সকল প্রতিযোগিতা শেষে বিকেল ৪ টায় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান।

হাবিপ্রবিতে বিজয়ের আমেজে পিঠা উৎসব ও সঙ্গীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

মহান বিজয় দিবসকে স্মরণীয় করে রাখতে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত মাসব্যাপি বিভিন্ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে "বিজয়ের আমেজে পিঠা উৎসব ও সঙ্গীতানুষ্ঠান" আজ বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার- টিএসসি চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় । সন্ধ্যার পর পিঠা উৎসবের বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর ড. মো. মামুনুর রশীদ, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. মাহাবুব হোসেন, জনসংযোগ ও প্রকাশনা শাখার পরিচালক প্রফেসর ড. শ্রীপতি সিকদার, বিভিন্ন হলের হল সুপারবৃন্দসহ অন্যান্য শিক্ষক, কর্মকর্তা ও বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী।

বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যে পিঠাপুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে বহুকাল ধরেই। এটি বাঙালির লোকজ ও নান্দনিক সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ। আর পৌষ-পার্বণ মানেই বাঙালির ঘরে ঘরে পিঠা উৎসবের ধুম। শীতের শুরু থেকেই যেনো পিঠা তৈরির ধুম পড়ে যায় গ্রামে গ্রামে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পরিবারের থেকে দূরে থাকায় এই পিঠাপুলির স্বাদ নেয়া থেকে প্রায় সময়ই বঞ্চিত হয়। এমনকি তারা ভুলে যেতে বসেছে বাঙালির এই চিরাচরিত ঐতিহ্য। তাই তাদের এই পিঠাপুলির স্বাদ নেয়ার সুযোগ করে দিতে বিজয় দিবসকে স্মরণীয় করে রাখতে হাবিপ্রবি কর্তৃপক্ষের অয়োজনে উক্ত পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে টিএসসি প্রাঙ্গণ ছিল রকমারি নকশা ও বৈচিত্র্যময় পিঠার দোকান। পিঠা উৎসবে বাহারি পিঠা নিয়ে হাজির হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। স্টলগুলোতে ছিল পাটিসাপটা, ঝাল পিঠা, মালপোয়া, মালাই পিঠা, খেজুরের পিঠা, ক্ষীরকুলি, তেলপোয়া পিঠা, ঝালপোয়া পিঠা, ছাঁচ পিঠা, ফুল পিঠা, নকশি পিঠা, নারকেল পিঠা, দুধরাজ পিঠাসহ বাহারি রকমের পিঠা।

সন্ধ্যায় শিল্পীরা লোক, বাউল, মুর্শিদি ও ভাটিয়ালি গানে মাতিয়ে তোলে ক্যাম্পাস। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আয়োজনে গানের অনুষ্ঠানে 'অর্ক সাংস্কৃতিক জোট' ও 'নয় রঙ' সহযোগিতা করে।

অফিসারদের জন্য "স্টুডেন্টস রেজাল্ট প্রসেসিং সিস্টেম অ্যান্ড অনলাইন এনরোলমেন্ট" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এস্যুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এর আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য "স্টুডেন্টস রেজাল্ট প্রসেসিং সিস্টেম অ্যান্ড অনলাইন এনরোলমেন্ট" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৮ নভেম্বর সকাল ৯.৩০ টায় ইসিই কম্পিউটার ল্যাব রুমে উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইটি সেলের কো-অর্ডিনেটর প্রফেসর মোঃ মেহেদী ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন আইকিউএসি'র পরিচালক প্রফেসর ড. বিকাশ চন্দ্র সরকার, সঞ্চালনা করেন আইকিউএসি'র অতিরিক্ত পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ তহিদার রহমান এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আইকিউএসি'র অতিরিক্ত পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ শাহ্ মইনুর রহমান। প্রশিক্ষণে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির আইটি সেল'র সিনিয়র প্রোগ্রামার মোঃ ওয়ালিদ ইসলাম, কম্পিউটার প্রোগ্রামার মোঃ আতিকুর রহমান, কম্পিউটার প্রোগ্রামার মোঃ রাশেদুল ইসলাম।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, আপনারা সকলেই জানেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ রচনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। এই স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি ভিত্তি হলো স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট গভর্নমেন্ট, স্মার্ট সোসাইটি এবং স্মার্ট ইকনোমি। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা কর্মরত আছি আমাদের সকলকে স্মার্ট সিটিজেন হতে হবে। তিনি বলেন, বর্তমান পৃথিবীতে প্রযুক্তি খুবই দ্রুত পরিবর্তনশীল। এর জন্য আমাদেরকে পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে হবে। আমাদের আইটি সেল সুন্দরভাবে রেজাল্ট প্রসেসিং সিস্টেম অ্যান্ড অনলাইন এনরোলমেন্ট এর কাজ সম্পন্ন করেছে, এজন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই। পরিশেষে এ ধরণের প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য তিনি আইকিউএসি সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান।

হাবিপ্রবিতে "E-Governance and Innovation for Smart Bangladesh" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এস্যুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এর আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপকবৃন্দের জন্য দিনব্যাপী "E-Governance and Innovation for Smart Bangladesh" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৫ নভেম্বর সকাল সাড়ে ৯ টায় আইকিউএসি কনফারেন্স রুমে উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ও হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান, বিশেষ অতিথি অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনোভেশন টিম এর আহবায়ক প্রফেসর ড. এস. এম. হারুন-উর-রশীদ, সভাপতিত্ব করেন আইকিউএসি'র পরিচালক প্রফেসর ড. বিকাশ চন্দ্র সরকার, সঞ্চালনা করেন আইকিউএসি'র অতিরিক্ত পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ তহিদার রহমান এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আইকিউএসি'র অতিরিক্ত পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ শাহ্ মইনুর রহমান। টেকনিক্যাল সেশনে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের সহকারী পরিচালক মোঃ আতিকুর রহমান।

এ সময় মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুদীর্ঘ ২৪ বছর লড়াই, সংগ্রাম, জেল, জুলুম, ও নির্যাতন সহ্য করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ৪৬৮২ দিন তিনি জেলখানায় কাটিয়েছিলেন। যার মূল লক্ষ্য ছিল সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সেই সোনার বাংলা বিনির্মাণে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরই রক্ত ও আদর্শের যোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিশেষ করে ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পরই শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এর প্রধান লক্ষ্য হলো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণমূলক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। পাশাপাশি সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। এক্ষেত্রে ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশের অংশ হিসেবে আমরা হাবিপ্রবিকে স্মার্ট ক্যাম্পাস হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এক্ষেত্রে আজকের প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পরিশেষে এ ধরণের কর্মশালা আয়োজনের তিনি আইকিউএসি সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হাবিপ্রবিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

১৪ ডিসেম্বর ২০২৩, হাবিপ্রবি, দিনাজপুরঃ হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে। কর্মসূচির অংশ হিসেবে সূর্যোদয়ের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন (অর্ধনমিত) করা হয় এবং ৯.১০ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর (দায়িত্বপ্রাপ্ত), শিক্ষক, কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীরা কালো ব্যাজ ধারণ করেন। এরপর মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর (দায়িত্বপ্রাপ্ত) প্রফেসর ড. ফাহিমা খানম এর নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. সাইফুর রহমান, প্রক্টর প্রফেসর ড. মো. মামুনুর রশীদ, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. মো. মাহাবুব হোসেনসহ অন্যান্য শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ।

পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বিভিন্ন অনুষদের সম্মানিত ডীন, প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরাম, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী গণতান্ত্রিক শিক্ষক পরিষদ, সাদা দল, জাতীয়তাবাদী শিক্ষক পরিষদ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, হল সুপার কাউন্সিল, প্রগতিশীল কর্মকর্তা পরিষদ, হাবিপ্রবি শাখা ছাত্রলীগ, প্রগতিশীল কর্মচারী পরিষদসহ বিভিন্ন সংগঠন। বাদ যোহর কেন্দ্রীয় মসজিদে শহীদ বুদ্ধিজীবীগণের রূহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়।

বর্ণিল আয়োজনের মধ্যে দিয়ে হাবিপ্রবিতে মহান বিজয় দিবস ২০২৩ উদযাপিত

যথাযোগ্য মর্যাদা, উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মহান বিজয় দিবস-২০২৩ উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উদযাপনের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হতে বিভিন্ন কর্মসূচি নেয়া হয়। কর্মসূচির অংশ হিসেবে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সকাল ৬.৪৪ টায় প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। এরপর সকাল ৯ টায় প্রশাসনিক ভবনের সন্মুখে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর। পরবর্তীতে সকাল ৯.০৫ টায় হাবিপ্রবি'র মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান-এর নেতৃত্বে টিএসসি'র সম্মুখ হতে বিজয় দিবসের বর্ণাঢ্য র‍্যালি শুরু হয়ে পুরো ক্যাম্পাস ও এর সামনের মহাসড়ক প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালিতে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে সকাল সাড়ে ৯ টায় শহীদ মিনার বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে সকল শহীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. মো. সাইফুর রহমান, প্রক্টর প্রফেসর ড. মো. মামুনুর রশীদ, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ মাহাবুব হোসেন। ক্রমান্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডীনবৃন্দ, শিক্ষকগণের সংগঠন, বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব, কর্মকর্তাগণের সংগঠন, হাবিপ্রবি ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ, কর্মচারী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংগঠন পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

এছাড়াও বিজয় দিবসের কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকাল ১০ টায় টিএসসি প্রাঙ্গণে শিশুদের চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। এরপর সকাল ১১.১৫ মিনিটে অনুষদ ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের (ছাত্রী) অংশগ্রহণে ১ম সুলতানা কামাল স্মৃতি কাপ আন্তঃঅনুষদীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা-২০২৩ এর চূড়ান্ত পর্ব ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় বিজ্ঞান অনুষদ এবং রানার্স আপ হয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ।

বাদ যোহর কেন্দ্রীয় মসজিদে সকল শহীদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়। দুপুর ২.৩৫ মিনিটে কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষদভিত্তিক শিক্ষার্থীদের (ছাত্র) অংশগ্রহণে "বিজয় দিবস কাপ আন্তঃঅনুষদীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা"-২০২৩ এর চূড়ান্ত পর্ব ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম কামরুজ্জামান। সভাপতিত্ব করেন শরীরচর্চা শিক্ষা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. মো. মাহাবুব হোসেন।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বাণী প্রদান করেন। বাণীতে তিনি বলেন, আজ ১৬ ডিসেম্বর, মহান বিজয় দিবস। এ উপলক্ষ্যে হাবিপ্রবি'র শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি মহান বিজয় দিবস ২০২৩ এর শুভেচ্ছা জানাই। বাঙালি জাতির জন্য অনন্য গৌরবে ভাস্বর এ দিন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রভাতী সূর্যের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠেছিল বাংলার রক্তস্নাত শিশির ভেজা মাটি, অবসান হয়েছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সুদীর্ঘ চব্বিশ বছরের নির্বিচার শোষণ, বঞ্চনা আর নির্যাতনের কালো অধ্যায়। মহান বিজয়ের এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত ও পরিচালিত হয়েছিল। আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মহিয়সী নারী জাতির পিতার অনুপ্রেরণাদায়িনী বঙ্গমাতা বেগম শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব, শহীদ শেখ কামাল, শহীদ শেখ জামাল, শহীদ শিশু শেখ রাসেলসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শহীদসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবনদানকারী জাতির সূর্য সন্তান ত্রিশ লক্ষ শহীদকে।

বাংলাদেশের অগ্রগতির ভিত্তি রচনা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু, এগিয়ে নিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। ২০০৯ সালে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে পিতার আদর্শ ধারণ করে স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে এ পর্যন্ত তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, দুটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ১টি শতবর্ষী পরিকল্পনা প্রণয়নসহ নানামুখী অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন, অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ বেশকিছু বৃহদাকার প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছেন। ১৯৭১ সালে অর্জিত যুদ্ধবিধ্বস্ত এই বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের ৩৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ, যা ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বের ২৯তম এবং ২০৫০ সাল নাগাদ ২৩তম অর্থনীতিতে উন্নত দেশে পরিণত হবে। আর ২০২৬ সালেই বাংলাদেশ 'মধ্যম আয়ের দেশ' এবং ২০৪১ সালেই 'উন্নত দেশ' হিসেবে বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করবে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে তার বড় প্রমাণ হলো গত কয়েক বছর ধরে দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে। বর্তমান মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৭৬৫ মার্কিন ডলার। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচকে বিশ্বের শীর্ষ কয়েকটি দেশের একটি আজ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। মেট্রোরেল ও পদ্মা সেতুর উদ্বোধন, উন্নয়নের অন্যতম মাইলফলক।

হাবিপ্রবিতে "Consultative Workshop on Initiation of Institutional Biosafety Committee at HSTU" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে "Consultative Workshop on Initiation of Institutional Biosafety Committee at Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে । গত ১৮ নভেম্বর সকাল সাড়ে ৯ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইআরটি'র কনফারেন্স কক্ষে উক্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন হাবিপ্রবির ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (আইআরটি) এর পরিচালক প্রফেসর ড. এস. এম. হারুন-উর-রশীদ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কৃষি অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. বিধান চন্দ্র হালদার, ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিমেল সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. উম্মে সালমা, ফিসারিজ অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. ইমরান পারভেজ। কর্মশালায় ইনস্টিটিউশনাল বায়োসেফটি কমিটির কার্যক্রমসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন আইসিডিডিআরবি'র বায়োসেফটি ডিভিশনের প্রধান জনাব ড. আসাদুলঘানি। এরপর হাবিপ্রবির ইনস্টিটিউশনাল বায়োসেফটি কমিটি ঘোষণা করেন রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. মোঃ সাইফুর রহমান। কর্মশালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি, ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিমেল সায়েন্স ও ফিসারিজ অনুষদের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার শুরুতে মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. খালেদ হোসেন বলেন, আমরা যারা বায়োলজিক্যাল সায়েন্স এ গবেষণা করে থাকি, এক্ষেত্রে অনেক স্যাম্পল সংক্রামক ও ক্ষতিকর থাকে। এর ফলে আমরা গবেষকরা সংক্রমণ এর ঝুঁকিতে থাকি, যা আমাদের ক্ষতির পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জন্যও ক্ষতিকর হতে পারে। অনেক সময়ে গবেষণা কাজ শেষে আমরা এর সাথে যুক্ত ক্ষতিকর অনেক কিছু বাহিরে ডিস্পোজ করি। পরিবেশের জন্য এটা মারাত্মক ঝুঁকির কারণ হতে পারে। তিনি বলেন, আজকের এই কর্মশালার প্রধান লক্ষ্য হলো গবেষক ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োসেফটি নিশ্চিতকরণে কাজ করে যাওয়া। সভাপতির বক্তব্যে ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (আইআরটি) এর পরিচালক প্রফেসর ড. এস. এম. হারুন-উর-রশীদ উপস্থিত সকলকে ও আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন আজকের এই কর্মশালা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে বায়োসেফটির অনেক বিষয়ে আমাদের ধারণা আরও পরিষ্কার হয়েছে, যা গবেষণাকে নিরাপদ করবে।

হাবিপ্রবিতে "স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ" বিষয়ক কর্মশালা

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এস্যুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এর আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের সম্মানিত ডীন ও সকল বিভাগের চেয়ারম্যান বৃন্দের জন্য "স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২১ নভেম্বর দুপুর ২.৩০ টায় আইকিউএসি কনফারেন্স রুমে উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান, রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিআরআই এর সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট, টিম লিডার (ইয়াং বাংলা- সিআরআই) ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মোঃ রশীদুল হাসান। সভাপতিত্ব করেন আইকিউএসি'র পরিচালক (ইনচার্জ) প্রফেসর ড. মোঃ শাহ্ মইনুর রহমান, সঞ্চালনা করেন আইকিউএসি'র অতিরিক্ত পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ তহিদার রহমান।

এ সময় মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, আজকের কর্মশালার রিসোর্স পার্সন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ কনসেপ্টের সাথে সরাসরি জড়িত। তিনি বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশের কথা বলতে গেলে এর শুরুটা হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর হাত ধরে। সুদীর্ঘ ২৪ বছরের লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের রূপরেখা তথা ভবিষ্যৎ কি হবে উনি সেটি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। ১৯৭৫ সালে জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যার মধ্য দিয়ে সোনার বাংলার প্রত্যয় থেকে বিচ্যুত হয়েছিলাম। সেই বিচ্যুতি থেকে কক্ষপথে ফিরে আসার কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯৬ সালে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। বিশেষ করে ২০০৯ সালে দ্বিতীয়বার সরকার গঠনের পরই তিনি শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এর প্রধান লক্ষ্য হলো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণমূলক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। তিনি বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দিয়েছেন তা গঠনে আমাদেরকে অবশ্যই ভূমিকা রাখতে হবে। পরিশেষে এ ধরণের কর্মশালা আয়োজনের তিনি আইকিউএসি সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শিক্ষার্থীদের জন্য ৫ দিনব্যাপী সায়েন্টিফিক পেপার, থিসিস রাইটিং অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস শীর্ষক প্রশিক্ষণ

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং (আইআরটি)'র তত্ত্বাবধানে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বাজেটে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মাস্টার্সে (থিসিস সেমিস্টার) অধ্যয়নরত সকল অনুষদের শিক্ষার্থীদের জন্য সায়েন্টিফিক পেপার, থিসিস রাইটিং অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস শীর্ষক ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৯ নভেম্বর সাড়ে ৯ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম-২ এ উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম কামরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট অনুষদের সম্মানিত ডীন মহোদয়গণ। সভাপতিত্ব করেন আইআরটি'র পরিচালক প্রফেসর ড. এস. এম. হারুন-উর-রশীদ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আইআরটি'র সহযোগী পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ সুলতান মাহমুদ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন ফোরামে গবেষণাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। একটি দেশ গবেষণা ক্ষেত্রে যত এগিয়ে যাবে সেই দেশের উন্নতি তত বেশী ত্বরান্বিত হবে। গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত নতুন নতুন জাত, প্রযুক্তি বা প্রোডাক্ট আমাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অনেক বেশি অবদান রাখে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, গবেষণা ক্ষেত্রে যদি এক টাকা বিনিয়োগ করা হয় তাহলে সেখান থেকে রিটার্ন আসে ৩৮ টাকা। অর্থাৎ আমরা যারা বা যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান গবেষণা করি, তারা একটা উন্নত জাত উদ্ভাবন করলে সেটি সারাদেশের কৃষকদের মাধ্যমে হাজার হাজার হেক্টর জমিতে ছড়িয়ে পড়ে। এতে করে দেশের সকলেই উপকৃত হয়। তাই গবেষণার কোন বিকল্প নেই। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমাদের শিক্ষার্থীদের গবেষণার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। গবেষণা ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনে এ ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অবশ্যই সহায়ক হবে। এজন্য আমি আইআরটি সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

হাবিপ্রবিতে ভলিবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) শরীরচর্চা শিক্ষা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ২য় বিজয় দিবস কাপ আন্তঃঅনুষদীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা -২০২৩ ও ১ম সুলতানা কামাল স্মৃতি কাপ আন্তঃঅনুষদীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা-২০২৩ এর উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ২৮ নভেম্বর দুপুর ২.৩০ টায় হাবিপ্রবির কেন্দ্রীয় মাঠ-১ এ উক্ত প্রতিযোগিতা দুটির উদ্বোধন করেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান, এতে সভাপতিত্ব করেন শরীরচর্চা শিক্ষা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ মাহাবুব হোসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন অনুষদের সম্মানিত ডীন, প্রক্টর, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক, হল সুপার, বিভিন্ন শাখার পরিচালকসহ অন্যান্য শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করার পাশাপাশি ভালো ও মানবিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে সহশিক্ষা কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, এর মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে চাই। এই পদক্ষেপের অংশ হিসেবেই সহশিক্ষা কার্যক্রম বিশেষ করে খেলাধুলাসহ বিভিন্ন সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উপর আমরা সমান গুরুত্ব দিচ্ছি। তিনি বলেন, আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুদীর্ঘ ২৪ বছর লড়াই, সংগ্রাম, জেল, জুলুম, ও নির্যাতন সহ্য করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ৪৬৮২ দিন তিনি জেলখানায় কাটিয়েছিলেন। যার মূল লক্ষ্য ছিল সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সেই সোনার বাংলা বিনির্মাণে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরই রক্ত ও আদর্শের যোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০৪১ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দিয়েছেন তা গঠনে আমাদের সকলকে ভূমিকা রাখতে হবে। পরিশেষে তিনি উক্ত ভলিবল প্রতিযোগিতা গুলো আয়োজনের জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হাবিপ্রবির সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর এর গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন

দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির গবেষণাগার ও বিভিন্ন উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন হাবিপ্রবির সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর এবং ইউজিসির প্রথম বঙ্গবন্ধু ফেলো-২০২১ প্রফেসর ড. এম. আফজাল হোসেন। মঙ্গলবার ১৩ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের তিনটি বিভাগের শিক্ষকবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন তিনি। এসময় উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের বর্তমান ডীন প্রফেসর ড. মফিজউল ইসলাম, সাবেক ডীন ও ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগের প্রফেসর ড. সাজ্জাত হোসেন সরকার, ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সুলতান মাহমুদ, ফুড প্রসেসিং অ্যান্ড প্রিজারভেশন বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এস এম কামরুল হাসান, সাবেক ডিন ও ফুড প্রসেসিং অ্যান্ড প্রিজারভেশন বিভাগের প্রফেসর ড. মারুফ আহমেদসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ।

মতবিনিময় সভায় ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, ফুড প্রসেসিং অ্যান্ড প্রিজার্ভেশন ও ফুড সায়েন্স অ্যান্ড নিউট্রিশন বিভাগের বিদ্যমান গবেষণা কর্মের অগ্রগতি ও সাফল্যের কথা শুনে অত্যন্ত খুশি হন এবং বাংলাদেশের বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে উৎপাদিত বিভিন্ন কৃষিজ উৎপাদন হতে ফুড ট্রান্সফরমেশন বা এক খাদ্যকে একাধিক ধরনের খাদ্যে রূপান্তর নিয়ে গবেষণায় এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। মতবিনিময় শেষে গবেষণাগার এবং শিক্ষক ও গবেষকদের উদ্ভাবিত যন্ত্র ও পন্য পরিদর্শন করেন সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়। শিক্ষক ও গবেষকদের উদ্ভাবিত পেটেন্ট প্রাপ্ত মাল্টি ক্রপ ড্রায়ার ও ব্ল্যাকবেরি পাল্প এক্সট্রাক্টর, ফ্রিজ ড্রায়ারসহ অন্যান্য গবেষণা যন্ত্র ঘুরে দেখেন। পাশাপাশি গবেষকদের উদ্ভাবিত পণ্য যেমন ইউওগার্ট পাউডার, ড্রাইয়েড ফুটস, ফর্টিফাইড ফুড, ফ্রুট পাউডার।

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র ৭৭তম জন্মদিনের শুভক্ষণে হাবিপ্রবিতে বিভিন্ন কর্মসূচি

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুভ জন্মদিনের শুভক্ষণে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। দিনটি উপলক্ষ্যে ২৮ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর চত্বরে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে বেলুন উড্ডয়ন করেন। সকাল ১০.১৫ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে সুবিধা বঞ্চিত শিশু শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. মো. মাহাবুব হোসেন। উক্ত অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর ড. মো. মামুনূর রশীদ, প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরাম এর সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. এস. এম. হারুন-উর-রশীদ এবং সভাপতি প্রফেসর ড. বলরাম রায়, গণতান্ত্রিক শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. রোজিনা ইয়াসমিন (লাকী)।

শিক্ষা উপকরণ বিতরণকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর শিক্ষার্থীদেরকে তাদের প্রধান দায়িত্ব জ্ঞান অর্জনের প্রতি মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন আজ জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুভ জন্মদিন, তাই আজকের দিনটি আমাদের জন্য বিশেষ একটি দিন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুভ জন্মদিনে শিক্ষার্থীদের প্রতি "শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ, প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ" স্লোগানকে উল্লেখ করে দেশ গড়ার সৈনিক হয়ে উঠার আহ্বান জানান। তিনি তাঁর বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা উল্লেখ করে তাঁর উন্নয়ন কার্যক্রম ও দেশের জন্য তাঁর ত্যাগের কথা তুলে ধরেন। তাঁর এই পরিশ্রমের মূল লক্ষ্যই হলো দেশের মানুষ যেন সুখে শান্তিতে থাকতে পারে। দেশের জন্য তাঁর এই আত্মত্যাগ আমাদেরকে আজীবন শ্রদ্ধায় স্মরণ করতে হবে। জাতির পিতার স্বপ্নকে ধারণ করেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এগিয়ে যাচ্ছেন, উনার শক্তির উৎসই হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর দৃঢ়চেতা মনোভাব। এরই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর বুকে একটি সম্মানজনক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের সকলকে জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে দেশকে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি এ ধরণের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হাবিপ্রবির সাথে 'প্রবৃদ্ধি সুইসকনট্যাক্ট' এর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

উচ্চ প্রায়োগিক শিক্ষায় গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে গত ৪ অক্টোবর বুধবার হাবিপ্রবি'র ভিআইপি কনফারেন্স কক্ষে 'প্রবৃদ্ধি সুইসকনট্যাক্ট' এর সাথে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। হাবিপ্রবির পক্ষে স্বাক্ষর করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. মো. সাইফুর রহমান এবং প্রবৃদ্ধি সুইসকনট্যাক্ট পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রবৃদ্ধি'র টিম লিডার মার্কাস এহমান। উক্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে আরোও উপস্থিত ছিলেন পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. ফাহিমা খানম, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডীন প্রফেসর মেহেদী ইসলাম, সোস্যাল সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যানিটিস অনুষদের ডীন প্রফেসর মো. গোলাম রব্বানী, লাইব্রেরিয়ান প্রফেসর ড. মো. কামাল উদ্দিন সরকার, ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (আইআরটি)'র পরিচালক প্রফেসর ড. এস. এম. হারুন-উর-রশীদ, জনসংযোগ ও প্রকাশনা শাখার পরিচালক প্রফেসর ড. শ্রীপতি সিকদার, পরিকল্পনা উন্নয়ন ও ওয়ার্কস শাখার পরিচালক প্রফেসর ড. এ টি এম শফিকুল ইসলাম, আইকিউএসি'র পরিচালক প্রফেসর ড. বিকাশ চন্দ্র সরকার, পরিবহন শাখার পরিচালক প্রফেসর ড. মো. খালেদ হোসেন, প্রক্টর প্রফেসর ড. মো. মামুনুর রশীদ, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা শাখার পরিচালক প্রফেসর ড. মো. মাহাবুব হোসেন, হিসাব শাখার পরিচালক মো. মিজানুর রহমান ও প্রবৃদ্ধি'র বিজনেস ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস কর্মকর্তা আহমেদ রিফাত কবীরসহ বিভিন্ন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. মো. মফিজউল ইসলাম। প্রবৃদ্ধি'র টিম লিডার মার্কাস এহমান প্রজেক্টরের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড তুলে ধরেন।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে হাবিপ্রবি'র মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ উন্নত প্রায়োগিক গবেণার সুযোগ পাবেন এবং পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হবে। যা ব্যবহারের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হবে এ অঞ্চল তথা সারা দেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা পরিবেশের উপর ঋনাত্বক প্রভাব কমিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডগুলো পরিবেশ বান্ধব হিসেবে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন।

হাবিপ্রবিতে শেখ রাসেল দিবস ২০২৩ উদযাপন

বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে দিয়ে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) শহীদ শেখ রাসেল এর ৫৯তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত ১৮ অক্টোবর সকাল ৯.১৫টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সম্মুখে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। পরবর্তীতে সকাল ৯.৩০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারে স্থাপিত জাতির পিতার কনিষ্ঠ পুত্র শহীদ শেখ রাসেল এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। এ সময় তার সাথে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর ও প্রথম ইউজিসি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফেলো প্রফেসর ড. এম. আফজাল হোসেন, রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. মো. সাইফুর রহমান, প্রক্টর প্রফেসর ড. মো. মামুনুর রশিদ এবং ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক। ক্রমান্বয়ে প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরাম, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী গণতান্ত্রিক শিক্ষক পরিষদ, প্রগতিশীল কর্মকর্তা পরিষদ এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগ হাবিপ্রবি শাখা পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

এরপর সকাল ৯.৪৫ টায় শহীদ শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বেলুন উড্ডয়ন এবং সেই সাথে পায়রা অবমুক্ত করেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। সকাল ১০টায় হাবিপ্রবির টিএসসি প্রাঙ্গণে "স্মৃতিতে শেখ রাসেল: আলোকচিত্র প্রদর্শনী" উদ্বোধন করেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান। কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাদ যোহর কেন্দ্রীয় মসজিদে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদের স্মরণে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু কামনায় দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও বিকেল ৪.৩০টায় বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেসিয়ামে আন্তঃঅনুষদীয় শেখ রাসেল স্মৃতি কাপ ব্যাডমিন্টন (ছাত্র) এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব স্মৃতি কাপ ব্যাডমিন্টন (ছাত্রী) ফাইনাল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

হাবিপ্রবিতে শিক্ষার্থীদের জন্য অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত সেমিনার অনুষ্ঠিত

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা কমিটির আয়োজনে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ দুপুর ২.৩০ টায় সকল অনুষদের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউএসি কনফারেন্স রুমে উক্ত সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান, আরও উপস্থিত ছিলেন প্রক্টর প্রফেসর ড. মো. মামুনুর রশীদ, আইকিউএসি'র পরিচালক (দায়িত্বপ্রাপ্ত) প্রফেসর ড. মোঃ শাহ্ মইনুর রহমান, সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ মাহাবুব হোসেন, অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের সহকারী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যের শুরুতে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বিজয়ের মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শাহাদাত বরণকারী সকল শহীদ ও মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন নিয়ে এত ত্যাগ, তিতিক্ষা, জেল, জুলুম সহ্য করেছিলেন, তা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছেন তারই রক্ত ও আদর্শের যোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিশেষ করে ২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয়বার সরকার গঠনের পরই তিনি শুদ্ধাচারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এর অংশ হিসেবেই রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে কতটা স্বচ্ছ করা যায় সেটি নিয়ে তিনি কাজ করছেন। এটির প্রধান লক্ষ্য হলো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণমূলক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং এর মাধ্যমে প্রশাসনিক কাজে গতিশীলতা নিয়ে আসা। যেটির সুফল আমরা ইতোমধ্যে পেতে শুরু করেছি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। আমরা লাইব্রেরি অটোমেশন করেছি, এর ফলে শিক্ষার্থীরা ঘরে বসেই স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে লাইব্রেরির সকল তথ্য পাচ্ছে। পাশাপাশি রেজাল্ট প্রেসেসিং সিস্টেম ডিজিটালাইজড করা হয়েছে, শিক্ষার্থীদের ঝামেলা কমাতে অনলাইন এনরোলমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। কত দ্রুত ও সহজে শিক্ষার্থীদের সেবা প্রদান করা যায় সে বিষয়ে আমরা কাজ করছি। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন। উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশের ৪ টি মৌলিক ভিত্তি হল স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট গভর্ণমেন্ট, স্মার্ট সোসাইটি এবং স্মার্ট ইকোনমি। এই ভিত্তিগুলো গঠনে তোমাদেরকেই মুখ্য ভূমিকা রাখতে হবে। পরিশেষে তিনি এ ধরণের কর্মশালা আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হাবিপ্রবিতে বেস্ট প্রেজেন্টার অ্যাওয়ার্ড সিরিমনি অনুষ্ঠিত

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) ইন্সটিটিউট অব রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (আইআরটি) এর তত্ত্বাবধানে শিক্ষকবৃন্দের গবেষণা প্রকল্প সমূহের চূড়ান্ত ফলাফল উপস্থাপন বিষয়ক অ্যানুয়াল রিসার্চ রিভিউ ওয়ার্কশপ-২০২৩ এর বেস্ট প্রেজেন্টার অ্যাওয়ার্ড সিরিমনি (২০২২-২৩) এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বরাদ্দকৃত প্রকল্প সমূহের চেক বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রতিটি অনুষদ থেকে ১ জন (কৃষি অনুষদের ২ জন) শিক্ষককে সেরা প্রেজেন্টার হিসেবে মনোনীত করা হয়। জুরি বোর্ডের বিচারকরা আলাদা আলাদা নম্বর প্রদানের মাধ্যমে অনুষদ ভিত্তিক সেরা প্রেজেন্টার মনোনীত করেন। অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান, সভাপতিত্ব করেন আইআরটি'র পরিচালক প্রফেসর ড. এস. এম. হারুন-উর-রশীদ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আইআরটি'র সহযোগী পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ সুলতান মাহমুদ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অনুষদের সম্মানিত ডীন, চেয়ারম্যান ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বেস্ট প্রেজেন্টার অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের মধ্যে থেকে অনুভূতি প্রকাশ করে বক্তব্য প্রদান করেন এগ্রিকালচার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ কামাল উদ্দিন সরকার ও বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. নূর-ই-নাজমুন নাহার। অ্যাওয়ার্ড প্রদান শেষে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন বিজয়ের মাস চলছে, এই মাস আমাদের জন্য আনন্দের ও গর্বের। এই স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্যই বঙ্গবন্ধু এতো ত্যাগ, তিতিক্ষা, জেল, জুলুম সহ্য করেছিলেন। বিজয়ের মাসে আমি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুনেছা মুজিবসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শাহাদাত বরণকারী সকল শহীদ ও মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তিনি বলেন, তৃতীয় অ্যানুয়াল রিসার্চ রিভিউ ওয়ার্কশপে আপনারা প্রত্যেকে গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন। সেই উপস্থাপিত গবেষণা প্রবন্ধ থেকে সম্মানিত বিচারক মণ্ডলী বাচাই বাছাই করে বেস্ট প্রেজেন্টার অ্যাওয়ার্ড নির্ধারণ করেছেন। আমরা শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে বদ্ধ পরিকর। এই এগিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়ার আপনাদেরকে উৎসাহিত ও সম্মানিত করতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এসবের প্রধান লক্ষ্য হল গবেষণার দিকে গুরুত্ব আরোপ করা। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজই হলো গবেষণা, এই বিষয়টি মাথায় রেখেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। পরিশেষে তিনি এ ধরণের অনুষ্ঠান আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্টদের তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

হাবিপ্রবির ভেটেরিনারি টিচিং হাসপাতালে বায়োকেমিক্যাল এ্যানালাইজার হস্তান্তর

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) ভেটেরিনারি টিচিং হাসপাতালের ডায়াগনস্টিক ল্যাবে বায়োকেমিক্যাল এ্যানালাইজার হস্তান্তর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ দুপুর ৩.০০ টায় ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্স অনুষদের সেমিনার কক্ষে উক্ত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভিএএস অনুষদের সম্মানিত ডীন প্রফেসর ড. উম্মে সালমা, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভেটেরিনারি টিচিং হাসপাতালের পরিচালক প্রফেসর ড. হারুন-উর-রশীদ। অনুষ্ঠানে ভেটেরিনারি অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দ, সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দ ও কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের ইনচার্জ প্রফেসর ড. মোঃ ইয়াছিন প্রধান বক্তব্য প্রদান করেন । এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান বলেন, বিজয়ের মাস চলছে, এই মাস আমাদের জন্য আনন্দের ও গবের্র। এই স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্যই বঙ্গবন্ধু এতো ত্যাগ, তিতিক্ষা, জেল, জুলুম সহ্য করেছিলেন। বিজয়ের মাসে আমি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুনেছা মুজিবসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শাহাদাত বরণকারী সকল শহীদ ও মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তিনি বলেন, ভেটেরিনারি টিচিং হাসপাতালের সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি ধাপ আমরা আজ অতিক্রম করলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি কাজ হলো শিক্ষা গবেষণা ও সম্প্রসারণ, অর্থাৎ গবেষণা ফলাফল মাঠ পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়া। গবেষণার মাধ্যমে আমরা জ্ঞান সৃষ্টির জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি। এক্ষেত্রে আমাদের অনুপ্রেরণার বাতিঘর হলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তিনি সব সময় গবেষণার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, আজকের এই বায়োকেমিক্যাল এ্যানালাইজার হস্তান্তর হলো সক্ষমতার প্রাথমিক ধাপ, এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের আসে পাশের সাধারণ জনগণ সেবা পাবেন। তিনি বলেন, আমাদের যা সামর্থ্য আছে তার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

বিভিন্ন পদে দায়িত্ব গ্রহণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

হল সুপার

প্রফেসর ড. মোঃ রবিউল ইসলাম

১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রি. তারিখে হাবিপ্রবির ফসল শারীরতত্ত্ব ও পবিবেশ বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ রবিউল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হলের (ডরমেটরী-২) হল সুপার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

পরিচালক

প্রফেসর ড. মোঃ মাহাবুব হোসেন

১৩ আগষ্ট ২০২৩ খ্রি. তারিখে হাবিপ্রবির ইলেকট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ মাহাবুব হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা

প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান
ভাইস-চ্যান্সেলর, হাবিপ্রবি

সম্পাদক

প্রফেসর ড. শ্রীপতি সিকদার
পরিচালক, জনসংযোগ ও প্রকাশনা শাখা

সদস্যবৃন্দ

প্রফেসর ড. মো. খালেদ হোসেন
মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ

প্রফেসর ড. ইমরান পারভেজ
ফিসারিজ বায়োলজি অ্যান্ড জেনেটিক্স বিভাগ

জনাব মো. রাশেদ ফারুক
সহকারী পরিচালক, জনসংযোগ ও প্রকাশনা শাখা

কৃষিবিদ কে.বি.এম. মুহিউদ্দিন নুর
প্ল্যানিং, ডেভেলপমেন্ট অফিসার, জনসংযোগ ও প্রকাশনা শাখা